DEC 1 0 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

দৈনিক ইনকিলাব

ফোকাস

আড়াই কোটি শিক্ষার্থী চরম দুর্ভোগের শিকার হবে

গত ৩০ নভেম্বর ছিল দেশের প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৭৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ৩৩টি বইয়ের ৫ কোটি ৬২ লাখ কপি মুদ্রণ ও ৬৪টি জেলা সদরে পৌঁছানোর শেষ তারিখ। অথচ এনসিটিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ে মোট কাজের শতকরা ৫ ভাগও সমাপ্ত হয়নি। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের পৌনে এক কোটি শিক্ষার্থীর জন্য ৬০টি বইয়ের ২ কোটি ৫১ লাখ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ কাজের শেষ তারিখে এনসিটিবির মূল্যায়ন মোতাবেক অগ্রগতি শতকরা ৬.৯৪ ভাগ। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনী ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, এনসিটিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাসিটি মোতাবেক আগামী এপ্রিলের আগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের আড়াই কোটি শিক্ষার্থী চরম দুর্ভোগের শিকার হবে। সেই সাথে উল্লিখিত স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে আসতে পারে বিপর্যয়।

গত ৯ জুলাই এনসিটিবির প্রাথমিক স্তরের ১ কোটি ৭৫ লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য ৩৩টি বইয়ের ৫ কোটি ৬২ লাখ কপি মুদ্রণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। মোট ৭৪১টি প্রেস দরপত্রে অংশ নেয়। এর মধ্যে সর্বনিম্ন দর দেয় বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'। তারা প্রতি হাজার ফর্মা মুদ্রণের দর দেয় ৫৪ টাকা, অ দুটি প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দর দেয় এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রে সমিতি বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রক ও বিপ সমিতি যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৩টি দেয়। তাদের সর্বোচ্চ দর ছিল প্রতি হাজার ফর্মা ৭৭ টাকা, সর্বনিম্ন দর (সর্বোচ্চ দরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় এনসিটিবি দরপত্র মতে পুস্ত অফার গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দরপত্রের কিছু শর্ত পালিত না হওয় এনসিটিবিকে পুস্তকার দরপত্রটি বা করে দিতে হয়। অন্যদিকে একই ব ২৫ সেপ্টেম্বর এনসিটিবিকে পুরো দরপত্রটি বাতিল করে পুনরায় দরপ আহ্বান করতে হয়। এবারও পুস্তব স্বত্বাধিকারী 'শুকতারা' নামে সর্বনি দরদাতা হয়। এবার তারা ৭ টাকা কমিয়ে দর নির্ধারণ করে। কর্তৃপক্ষ ৮০ কোটি ফর্মা কাজের মধ্যে ৫৬ ফর্মা কাজ পুস্তকাকে দেয়ার জন্য অব ইনডেন্ট ইস্যু করে। বাকি ২ কোটি ফর্মা মুদ্রণ কাজ দেয়া হয় দু'টি প্রেসকে। এনসিটিবি কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ৮ ল কাগজের বিপরীতে নভেম্বরের মধ্যে সাড়ে ৪ কোটি টাকার জামানত চায়।

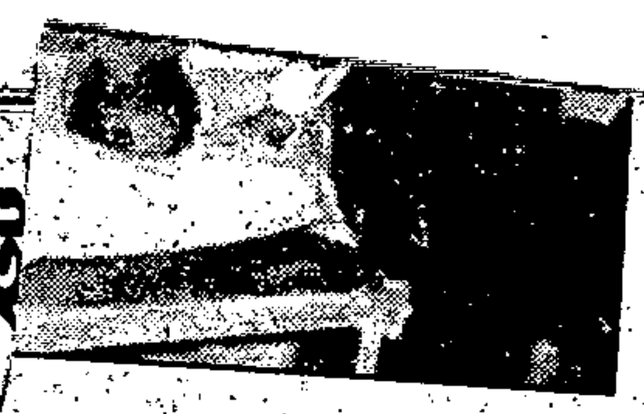

যক্ষ্মা ও এইডস

হতেই তাদের মধ্যে ৪৫ জনই যক্ষ্মা জীবাণুর ইনফেকশন পেয়ে যায়। আর এ জন্যই আমরা বিসিজি জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তার চেষ্টা করি।

বাংলাদেশে বিসিজির ওপর তেমন কোন জরিপ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিসিজি নেবার পরও যক্ষ্মা হয়েছে এবং হচ্ছে। তার কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত মত হল, ব্যবহৃত টিকার ওষুধটি হয় নিম্নমানের ছিল অথবা ওষুধটি রক্ষণাবেক্ষণে ঘাপলার জন্য ওষুধটির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নয়তো শিশুটিকে যক্ষ্মা ইনফেকশনপ্রাপ্তির পর টিকা দেয়া হয়েছিল। বিসিজি-এর কার্যকারিতা নিয়ে জগদ্জোড়া বিতর্ক রয়েছে। তবুও বাংলাদেশে বিসিজি টিকা চালু রাখা উচিত এবং জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই মঙ্গল।

■ ডাঃ ইকবাল হাসান মাহমুদ
ডিটিসিডি, এফএসিপি, এফসিসিপি
বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ
ইকবাল চেষ্ট সেন্টার
৪৩৫, মগবাজার ওয়ারলেছ, ঢাকা
ফোন-৯৩৪১১৫৬

স্লিপ ও

আলোয় ড্রেসিং টেবিলের সামনে মিলি সাজগোছ করছে। খুব যত্ন করে কপালের টিপটাও পরল। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত স্মৃতির শিরদাড়া দিয়ে নেমে আসে। মিলি চুপি চুপি পায়ে দরজা খুলতে যায়। শব্দ করে উঠে স্মৃতি, 'এই আপু কি করছিস তুই, এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস?' কোন ভাবান্তর নেই মিলির, তবে ধীরে ধীরে বিছানায় ফিরে আসে আবার। স্মৃতি মিলিকে জাগানোর চেষ্টা করে, মিলি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পরদিন যথারীতি পুরো ঘটনা অস্বীকার করে মিলি। চতুর্থ দিন ফজরের নামাজের জন্য ড্রইং রুম পাড়ি দিচ্ছিলেন নজরুল সাহেব। বিস্ময় ভরা চোখে লক্ষ্য করেন তিনি, ড্রইং রুমের সোফাসেটে শুয়ে আছে মিলি। ঘুম থেকে জাগান মিলিকে। অবাক হয় মিলি। রাতে স্মৃতির সাথে সে তো ওদের বেডরুমেই ঘুমিয়ে ছিল। এখানে আসল কখন এবং কীভাবে?

সপ্তাহের শেষ দিনে মিলি নিজেকে আবিষ্কার করে বারান্দায় বাবার ইজি চেয়ারে শোয়ে থাকা অবস্থায়। মিলি আসলে নিশিধরা বা স্লিপিং ওয়াক বা সমনাবুলিজম নামক ঘুমের অসুখে আক্রান্ত। সমনাবুলিজম হচ্ছে ঘুমের এক ধরনের অসুখ। ঘুমের এনআরইএম (নন রেপিড আই মোভমেন্ট)-এর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে এ সংঘটিত হয় সাধারণত। শান্ত-সুবোধ বালক বা বালিকার মতই ঘুমোতে যায় আক্রান্ত ব্যক্তি। ঘুমও চলে আসে যথারীতি। এক পর্যায়ে ঘুমের ঘোরে সে বিছানা থেকে উঠে পড়ে, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটাহাঁটি করতে থাকে রুমের ভেতরে। ক্ষেত্র বিশেষে রুম থেকে বেরিয়েও যেতে পারে। বেরিয়ে আসতে পারে রাস্তায়। করতে পারে যে কোন কাজ বা ঘটাতে পারে যে কোন দুর্ঘটনা। কখনো কখনো